"জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
জেলা কার্যালয়, সিলেট
https://bfsa.sylhet.gov.bd

বিষয়: সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) সঙ্গে মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : আব্দুন নাসের খান
সচিব
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

তারিখ : ২৩ আগস্ট, ২০২৩ খ্রি:
সময় : বেলা ১২.০০ ঘটিকা
স্থান : কৃষি বিপনন অধিদপ্তর হলরুম, সিলেট

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা : পরিশিষ্ট 'ক' তে দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা গড়া। আর এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প ২০৪১ বাস্তাবায়ন করে দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদায় উন্নীত করার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। এরই ধারাবাহিকতায় খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে খাদ্য গ্রহণ, দূষণ ও ভেজালমুক্ত নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণ ও দুরদর্শী সিদ্ধান্তে প্রণীত হয় নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩। এই আইনের আলোকে ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সালে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়। এ সংস্থাটি সকল সরকারি, বেসরকারি অংশীজনের মধ্যে সুষ্ঠ সমন্বয়ের মাধ্যমে খাদ্যে ভেজাল রোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও সচেতনতামূলক প্রচারণাসহ খাদ্যে নিরাপদতা ও গুণগত মান পরিক্ষায় নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সিটিজেন চার্টার এর নাগরিক সেবা, প্রাতিষ্ঠানিক সেবা, অভ্যন্তরীণ সেবা ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS) এবং তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে অবহিতকরণ। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগীতায় দেশে খাদ্য নিরাপদতার পাশাপাশি দেশের প্রতিটি মানুষের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য ব্যক্তিগত সচেতনতার পাশাপাশি শহর ও গ্রামের গৃহে সচেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মসূচির মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। নিরাপদ খাদ্য যেমন সবার জন্য প্রয়োজন তেমনি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সকলকে সচেতনতাসহ সরকারি এবং বেসরকারিভাবে সকলকে একযোগে দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজন আমাদের সকলকে সচেতনতার পাশাপশি শুদ্ধাচারী হয়ে একযোগে কাজ করা। নিরাপদ খাদ্য আইন- ২০১৩, খাদ্য নিরাপদ রাখার পরামর্শ এবং খাবার প্রস্তুতে সচেতনতা অবলম্বন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। সঠিক উপায়ে খাবার প্রস্তুত এবং বাজারজাতকরণ, পোড়া তেল পরিহার করা, ক্যামিকাল ব্যবহার থেকে বিরত থাকা, মেয়াদোত্তীর্ণ পন্য পরিহার করা, ওজনে কারচুপি না করা এবং ভোক্তার সাথে প্রতারণা থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা প্রদান করেন।

উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা সিটিজেন চার্টার ও তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করেন এবং সভাপতি মহোদয় সকল প্রশ্নের যথাযথ তথ্য প্রদান করেন।

সৈয়দ সারফরাজ হোসেন, নিরাপদ খাদ্য অফিসার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, সিলেট বলেন, জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য প্রয়োজন। আর এই কাজ করার জন্য আমাদের প্রয়োজন নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত খাদ্য শিল্প, খাদ্য ব্যবসায়ী এবং সুশীল সমাজের সহযোগিতা। তিনি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এর সিটিজেন চার্টার সবার সামনে তুলে ধরেন, যে সকল সেবা দেওয়া হয় তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন, তথ্য অধিকার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন,তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করেন, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে যে কোন তথ্যের জন্য www.bfsa.gov.bd ওয়েবসাইটের সেবাবক্সের কথা উল্লেখ করেন,তাছাড়া প্রতিটি জেলা কার্যালয় থেকেও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া সংগ্রহ করা যায়

বলে নিশ্চিত করেন। অভিযোগ প্রতিকার বাবস্থাপনা (GRS) সম্পর্কে আলোকপাত করেন।যে কোন অভিযোগের জন্য কর্তৃপক্ষ এর হটলাইন ১৬১৫৫ এ কল করার জন্য সবাইকে পরামর্শ দেন। **জনসচেতনতামূলক তথ্যবহুল পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে খাবার তৈরী, পরিবেশন ও বিক্রয়, খাবার তৈরীতে সচেতনতা অবলম্বন, হাতে গ্লাবস ও মাথায় এপ্রোন পরিধান, মশা মাছি খাবার থেকে প্রতিরোধের নিয়ম কানুন, খাদ্যপন্যে ব্যবহৃত কেমিক্যাল ও খাবার রং মিশ্রণ থেকে বিরত থাকা এবং এগুলো মানবদেহের কি ক্ষতি ঘটাতে পারে সেই সম্পর্কে অবহিতকরণ, খাদ্য নিরাপদতা, খাদ্য নিরাপদতার প্রয়োজনীয়তা, অনিরাপদ খাদ্যের ভয়াবহতা, খাদ্য দূষণের কারণ, খাদ্যস্থাপনায় অবস্থান ও খাদ্য প্রস্তুতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিবেশনের সময় করণীয় বিষয়সমূহ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় করণীয় ও বর্জনীয়, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অনুশীলন, নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এ বর্ণীত অপতাধ ও দন্ড, নিরাপদ খাদ্যের পার্চটি চাবিকাটি- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, কাঁচা ও রান্না করা খাবার আলাদা রাখা, সঠিক তাপমাত্রায় রান্না করা, সঠিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা এবং নিরাপদ পানি ও খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করা নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন।**

সকলের সাথে সমন্বয় এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন থেকে ভোক্তার খাদ্য গ্রহণ পর্যন্ত খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিত করার লক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কাজ করে যাচ্ছে , বলে সবাইকে আশ্বস্ত করেন।

এ পর্যায়ে সভায় উপস্থিত ব্যবসায়ীগণ তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। রেস্টুরেন্ট মালিক সমিতি, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সকল কার্যক্রমকে স্বাগত জানাই। উক্ত কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার পূর্বে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়া কেউ কাজ করেনি।যার কারণে আমরা খাদ্য ব্যবস্যীরা অনেক বিষয়ে ধারণা রাখি না।তাই আমাদের খাদ্য ব্যবসায়ী ও খাদ্য কর্মীদের সচেতন করতে ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে বেশি করে প্রশিক্ষণ প্রদানের আনুরোধ করেন এবং তিনি আরও নিরাপদ খাদ্য আইনে যে, অপরাধ ও দন্ডবিধি রয়েছে তা সংশোধনপূর্বক জরিমানা কমিয়ে আনার আনুরোধ করেন।

এ পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় হয়। বিস্তারিত আলোচনার শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১। সিটিজেন চার্টার সম্পর্কে অবহিতকরণ করা হয়।

২। তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে অবহিতকরণ করা হয়।

৩। খাদ্য ব্যবসায়ের সাথে জড়িত কোন সংস্থার এমনকি কোন রেষ্টুরেন্ট তাদের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করবে।

৪। নতুন সংশোধনীতে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ কে আরও যুগোপযোগী করার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নিরাপদ খাদ্য আইনের জরিমানার পরিমান আরও সহনীয় করার প্রস্তাবনা রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৫। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের সমন্বয়ে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৬। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা হটলাইন ১৬১৫৫ এর জন্য লিফলেট তৈরি করে দৃশ্যমান স্থানে লাগানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৭। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, সিলেট কর্তৃক জেলায় খাদ্যের নমুনা সংগ্রহপূর্বক পরীক্ষা করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

৮। **সিলেট জেলায় দুধের গুণগত মান রক্ষায় ভেজাল প্রতিরোধের জন্য দুধের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করার** বিষয়ে সবাইকে অবগত করা হয়।

৯। খাবার প্রস্তুতে যেনো কোনভাবেই টেক্সটাইল কালার এর ব্যবহার না হয় সেটা আগে নিশ্চিত করার নির্দেশনা প্রদান করা হয় সবাইকে।

১০। সকল খাদ্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করে গ্রেডিং এর আওতায় আনার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(সৈয়দ সারিফরাজ হোসেন)
নিরাপদ খাদ্য অফিসার, সিলেট
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
জেলা কার্যালয়, সিলেট
মোবাইলঃ ০১৭২৩০৭৯৩২
ই-মেইলঃ fso.sylhet@bfsa.gov.bd

নম্বর: ১৩.০২.৯১০০.০০১.৫৪.০০১.২৩-৫৯ (০২)

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
২।সচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
৩।পিএস টু চেয়ারম্যান (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
৪।অফিস কপি।

সৈয়দ সারফরাজ হোসেন
নিরাপদ খাদ্য অফিসার, সিলেট
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ